প্রথম আলো

30 AUG 2009

তারিখ: 30 AUG 2009
পৃষ্ঠা: 8 কলাম: 2

বরিশাল বিভাগে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট

এম জসীম উদ্দীন, বরগুনা ●

বরগুনা জিলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদটি কার্যত ১৯৯৪ সাল থেকে শূন্য পড়ে আছে। এরপর দুজন প্রধান শিক্ষক এখানে যোগদান করে এক মাসের মাথায় বদলি হয়ে যান। এরপর প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনজন সহকারী শিক্ষক এ বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের মধ্যে দুজন অবসরে গেছেন। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন সৈয়দ আহমেদ। প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থীর স্কুলটিতে সহকারী শিক্ষকের পদ আছে ২৭টি। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক আছেন ২২ জন।

বরগুনা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য হয় ১৯৮৪ সালে। এরপর ১৯৯৯ সালে একজন পূর্ণাঙ্গ প্রধান শিক্ষক যোগদান করে দেড় মাসের মধ্যেই বদলি হন। দীর্ঘদিন চারজন সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম এ বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি একই সঙ্গে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিদ্যালয়ে ৮৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ২৫ জন সহকারী শিক্ষকের পদ থাকলেও বর্তমানে আছেন ২১ জন।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক সংকটের এই করুণ চিত্র শুধু বরগুনায় নয়, বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলার প্রায় সব কয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একই অবস্থা বিরাজ করছে। এ বিভাগের ছয় জেলার ২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ বছরের পর বছর ধরে শূন্য পড়ে আছে। আর সহকারী শিক্ষকের মোট পদের প্রায় অর্ধেকই শূন্য থাকায় এসব বিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর নিয়মিত পাঠদান ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

বরিশাল বিভাগীয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিভাগের ছয়টি জেলায় ২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু বরিশাল জিলা স্কুল ছাড়া অন্য কোনো বিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রধান শিক্ষক নেই। বিদ্যালয়গুলোতে ৪৩৯ জন সহকারী শিক্ষকের পদ থাকলেও এর প্রায় অর্ধেকই শূন্য।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ক্লাসের পাঠদান থেকে গৃহশিক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ায় বিদ্যালয়কেন্দ্রিক পড়াশোনার মান নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট নন। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা আর্থিক অনটনের কারণে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে না পারায় ভালো ফল করতে পারছে না।

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া বন্দর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খন্দকার ফজলে গোফরান বলেন, 'আমাদের এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ ১৪ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও সেখানে দীর্ঘদিন ধরে মাত্র সাতজন শিক্ষক ছিলেন। সম্প্রতি এখানে তিনজন নতুন শিক্ষক দেওয়া হলেও চারজনের পদ শূন্য রয়েছে।'

পিরোজপুরের কাউখালী এসবি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিথীকা রায় বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ চারজন শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ১২ জন শিক্ষক থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।'

বরিশাল বিভাগীয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের উপপরিচালক ননীগোপাল জলদাস প্রথম আলোকে বলেন, বরিশাল, ভোলা ও পিরোজপুরের অনেক বিদ্যালয় চার-পাঁচজন শিক্ষক দিয়ে চলছে। যথাসময়ে পদোন্নতি, নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় জটিলতাসহ বিভিন্ন কারণে প্রধান শিক্ষকের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে।